সীরাত অধ্যয়ন
উদ্দেশ্য পদ্ধতি সতর্কতা

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

প্রকাশনা-৫

লেখক: আব্দুল্লাহ সুহাইব
সম্পাদনা: শায়খ তাহমীদুল মাওলা
দুআ ও তত্ত্বাবধানে: হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
মহাপরিচালক, মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ
প্রচারে: মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ
উত্তরা, ঢাকা

ভূমিকা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনী অধ্যয়নের মাধ্যমে যে সমূহ কল্যাণ ও বরকত অর্জিত হয়, অন্য কারো জীবনী পাঠে তা কখনোই অর্জিত হওয়ার নয়। কারণ, তিনি হলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন। তাঁর জীবন হল 'উসওয়ায়ে হাসানা' সর্বোত্তম আদর্শ। জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শই ইহ-পরকালের সফলতার একমাত্র চাবিকাঠি।

যাঁর জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে গোটা মানবজাতির মুক্তি ও কল্যাণ, স্বাভাবিকভাবে তাঁর পবিত্র সীরাত এতটাই বিস্তৃত ও ব্যাপক যে, তা এক মাসে বা এক বছরে অর্জন করে ফেলার মত সহজ-সরল বিষয় নয়। বরং এর জন্য প্রয়োজন জীবনভর সাধনা। একজন সীরাত পাঠকের সামনে এ বিষয়টি থাকা অত্যন্ত জরুরি।

এছাড়াও যে কোনো বিষয় অর্জনে সফল হতে হলে প্রয়োজন অর্জনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, পথ ও পন্থা সঠিক হওয়া। বলাবাহুল্য, সীরাতুন্নবীও এর ব্যতিক্রম নয়।

সীরাতের একজন সাধারণ পাঠক যেন এসকল বিষয়ে সহজেই একটি প্রাথমিক দিক-নির্দেশনা পেয়ে যান, সে লক্ষ্যেই মুআসসাসা ইলমিয়্যাহর এবারের আয়োজন সীরাতুন্নবীর অধ্যয়ন প্রসঙ্গে। অধ্যয়নের মূলনীতি সংক্রান্ত আলোচনা শুরুর আগে সীরাত অনুসরণের গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

সীরাতুন্নবী : মানবজীবনের সর্বোত্তম আদর্শ

আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটা মানবজাতির জন্য আলোকবর্তিকা। মানবজাতির ইহ-পরকালীন সফলতা তাঁর অনুসরণের মাঝে নিহিত । ইরশাদ হয়েছে, তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ। [সূরা আহযাব, আয়াত : ২১]

সীরাত অনুসরণের গুরুত্ব

পার্থিব জগতে বিদ্যমান বস্তু-সামগ্রীর উৎকর্ষের জন্য মডেল বা আদলের প্রয়োজন হয়। মডেল যত নিখুঁত ও পরিণত হয়, তার আদলে তৈরিকৃত বস্তুও তত সুন্দর ও সুচারু হয়। এটি একটি বাস্তব বিষয়।

বস্তুগত উন্নতির বিরাট আয়োজন যার স্বার্থে, সেই মানুষের নিজের উৎকর্ষ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। কারণ মানুষ যদি সভ্য ও সুশীল না হয়, তবে বস্তুগত উন্নতিই গোটা সমাজের দুর্ভোগের কারণ হতে পারে। অধুনা বিশ্বের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন এমন যে কেউ একথায় দ্বিমত পোষণ করবেন না।

স্বভাবগতভাবেই মানুষের মানবীয় উৎকর্ষের জন্য উন্নত আদর্শের প্রয়োজন। যুগ-যুগান্তরের আলোকিত মানুষেরা কোনো না কোনো অনুকরণীয় ব্যক্তির অনুসরণ করেই নিজেদের জীবনে বিপ্লব সাধন করেছেন। আর এটাই জীবন গড়ার আসল পন্থা। কেননা যতক্ষণ সামনে সে রকম মানুষ না থাকে ততক্ষণ নিজের ত্রুটি ও কমতি দৃষ্টিগোচর হয় না।

মানবতাকে প্রবৃত্তির অন্ধকার থেকে বের করে হেদায়াতের আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সময়ে সময়ে নবী-রাসূল পাঠিয়েছিলেন, যারা ছিলেন স্ব-স্ব যুগে মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ। এ ধারার সর্বশেষ আদর্শ হচ্ছেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর হাত ধরেই গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত, গোলামীর যাতাকলে পিষ্ট মানবতা মুক্তি পেয়েছিল। তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন, গোটা জগতের জন্য রহমত।
মানুষের জীবন গঠনের জন্য তিনি ছিলেন আল্লাহর পক্ষ হতে আগত এক নিখুঁত ও পরিপূর্ণ নকশা। কিয়ামত পর্যন্ত মানবতার মুক্তি ও সাফল্য তাঁর অনুসরণ-অনুকরণের মধ্যেই নিহিত। ইরশাদ হয়েছে, 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর আর তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক'। [সূরা হাশর, আয়াত: ৭]

তাই সে নকশা দেখে যারা নিজেদের গড়ার চেষ্টা করেছেন, তারা সোনার মানুষে পরিণত হয়েছেন। হয়তো স্বাভাবিক নিয়মে তিনি ইহলোক থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানুষের জন্য রেখে গেছেন কুরআন ও সুন্নাহ, যা মানুষকে তাদের চলার পথের দিশা দিয়ে যাবে।

পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত মানবতার মুক্তির জন্য তাঁকে একান্ত প্রয়োজন। তাঁর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ছাড়া ইহ-পরকালের প্রকৃত সুখ-সমৃদ্ধি অর্জন কিছুতেই সম্ভব নয়।

সীরাতুন্নবীর সুবিস্তৃত অর্থ ও এর ব্যাপকতা

একদিকে একশ্রেণীর মানুষ নবীজীবনীকে শুধু মীলাদ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। অপরদিকে অনেকে মনে করেন, সীরাত মানে নবীর জন্ম থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত ঘটনাবলি ও তারিখ জানার নাম। অথচ সীরাতুন্নবী অত্যন্ত সুবিস্তৃত একটি বিষয়। এ বিষয়ে অনন্য সাধারণ আলোচনা করেছেন বর্তমান সময়ের শীর্ষ আলেমেদ্বীন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিযাহুল্লাহ। তাঁর আলোচনাটি এখানে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

সীরাত আরবী শব্দ। এ শব্দ থেকে সাধারণত যে অর্থ গ্রহণ করা হয় তা হল, কারও জীবনের দিনরাত এবং বিভিন্ন ঘটনা ও বৈশিষ্ট্য। তাই সীরাতুন্নবী শব্দবন্ধ থেকেও অনেকেই এ সংক্ষিপ্ত অর্থই গ্রহণ করেন এবং মনে করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনার নাম সীরাত এবং তা জেনে নেওয়াই সীরাতের জ্ঞান লাভের জন্য যথেষ্ট। এ্ ধারণা হয়তো সাধারণ কোনো মানুষের ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিষয়ে তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়;যাঁকে আল্লাহ তায়ালা দান করেছিলেন পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ তাহযীব, যাঁর প্রতি নাযিল করেছেন পূর্ণাঙ্গতম আসমানি কিতাব-আলকুরআনুল কারীম। তাঁর রিসালাত বিশেষ জাতি-গোষ্ঠী কিংবা বিশেষ স্থান-কালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন ও খাতামুন্নাবিয়্যীন।

একমাত্র তাঁরই সীরাতের সকল দিক নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত এবং সকল শ্রেণির জন্য অনুসরণীয়। তো যার মাঝে এমন অনুপম বৈশিষ্ট্যের সমাহার, তাঁর সীরাতকে শুধু তাঁর ব্যক্তিগত কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর জীবনের কিছু ঘটনা ও অবস্থার মাঝে সীমাবদ্ধ মনে করা একদিকে যেমন ভুল ধারণা, অন্যদিকে তা নবুওতের তাৎপর্য ও বিস্তৃতি এবং তাঁর মর্যাদা ও মহত্ত্ব সম্পর্কেও অজ্ঞতা বা অসচেতনতার পরিচায়ক।

বস্তুত সীরাতে নববী একটি সুবিস্তৃত বিষয়, যার অধীনে অনেক অধ্যায় ও শাখা রয়েছে এবং প্রতিটি শাখায় আছে অনেক উপ-শিরোনাম ও পরিচ্ছেদ। এসব বিষয়ের অন্তত সংক্ষিপ্ত ধারণা ছাড়া সীরাতে নববীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ সম্ভব নয়। সীরাতে নববী সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান তো অনেক পরের বিষয়, প্রথমে বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিত হতে হবে এবং এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা অর্জন করতে হবে।এখানে সীরাতে নববীর কিছু মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম উল্লেখ করছি। এতে বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি ও পূর্ণাঙ্গতা কিছুটা হলেও অনুমান করা যাবে।

১. জন্ম থেকে নবুওত পর্যন্ত সময়ের অবস্থা ও ঘটনাবলি।
২. নবুওত লাভের সময় হিজায ও গোটা বিশ্বের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা।
৩. নবুওত-প্রাপ্তি থেকে হিজরত পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলি ও অবস্থা।
৪. হিজরত থেকে ওফাত পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন অবস্থা, যুদ্ধ ও সন্ধির সন-তারিখ ও ঘটনাবলীর বিবরণ।
৫. নবী-যুগের রাতদিন এবং পুরো তেইশ বছর সময়কালের ধারাবাহিক ঘটনাবলি।
৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিন-রাত।
৭. তাঁর শারীরিক গঠন, সৌন্দর্য ও সাধারণ জীবন-যাত্রা।
৮. তাঁর গুণাবলি ও চরিত্র-সুষমা।
৯. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক।
১০. জীবনের বিভিন্ন দিক : যথা ক. ব্যক্তিগত জীবন, খ. দাম্পত্য জীবন, গ. সামাজিক জীবন, ঘ. রাজনৈতিক জীবন।
১১. শিক্ষা ও নির্দেশনা : আকাইদ, ইবাদাত, মুআমালাত (লেনদেন),মুআশারাত (সামাজিকতা), সিয়াসিয়াত (রাজনীতি) ও আখলাকিয়াত (চরিত্র ও নৈতিকতা) তথা দীনের সকল বিষয়ে প্রদত্ত বিধান ও নির্দেশনা। তা কুরআন কারীমের আয়াত ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে হোক, তাঁর বাণী ও নির্দেশনার মাধ্যমে হোক, আমল ও কর্মের মাধ্যমে হোক কিংবা সম্মতি ও সমর্থনের মাধ্যমে হোক। বস্তুত সহীহ হাদীসের গোটা সংকলন সীরাতের এই শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত।
১২. সুনান ও আদাব অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীন-দুনিয়ার কোন কাজ কীভাবে করেছেন তার বিবরণ। সীরাতের এ অংশের যথার্থ অধ্যয়ন দ্বারা প্রতীয়মান হবে যে, সকল শ্রেণি, গোষ্ঠীর মানুষের জন্য তা উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শ।
১৩. বিশ্ব-জগতের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ, যার কারণে তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন।

১৪. আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্বসমূহ, যা তিনি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার সাক্ষ্যমতে অত্যন্ত সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়েছেন।
১৫. সীরাতে নববীর বৈশিষ্ট্যাবলি।
১৬. নবী-শিক্ষা ও নির্দেশনার মৌলিক নীতি ও রুচি-প্রকৃতি।
১৭. মুজিযাসমূহ।
১৮. ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ, যা অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে এবং সামনে প্রকাশিত হবে।
১৯. বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি।
২০. বিশেষত্ব ও আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহসমূহ।
২১. উম্মতের ওপর তাঁর হকসমূহ।
২২. সাহাবায়ে কেরাম ও গোটা মানবজাতির ওপর তাঁর শিক্ষার প্রভাব।
২৩. অমুসলিম চিন্তাবিদদের দৃষ্টিতে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা।
২৪. পবিত্রাত্মা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি।

এই হল কিছু মৌলিক শিরোনাম, যার প্রতিটির অধীনে কোনো ধরনের অতিরঞ্জন ছাড়াই শতাধিক উপ-শিরোনাম রয়েছে। এই অতি সংক্ষিপ্ত সূচি থেকেও অনুমান করা যায় যে, 'সীরাতে নববী' শিরোনামটি কত গভীর ও বিস্তৃত ভাব ধারণ করে। [মাসিক আলকাউসার, এপ্রিল ২০০৫ ঈ.। নির্বাচিত প্রবন্ধ (১), মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, পৃ. ১০৫]

সীরাতের পাঠকবৃন্দ নিজ নিজ অবস্থা ও যোগ্যতাভেদে উপরোক্ত বিষয়গুলো সীরাতুন্নবী থেকে আহরণ করবেন। তবে কিছু মৌলিক বিষয় এমন রয়েছে, সীরাত অধ্যয়নের মাধ্যমে সকল শ্রেণির পাঠকের পক্ষে যা অর্জন করা অতি প্রয়োজন।

১. ঈমানের দৃঢ়তা।
২. দীন-ইসলামের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি।
৩. ব্যক্তিজীবন থেকে নিয়ে জীবনের সকল পর্যায়ের আদর্শ শেখা।
৪. নবীজীবনী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।
৫. দীন সম্পর্কে জানা।
৬. নবীজির প্রতি অগাধ ভক্তি ও ভালোবাসা অর্জন করা।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, কেবল নবীজীবনী পাঠ করেই বহু মানুষ তাঁকে ভালবেসেছেন এবং তাঁর আদর্শে মুগ্ধ-অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

সীরাতের উৎস

যেহেতু সীরাত কেবল নবীজীবনের কিছু ঘটনার নাম নয়, বরং এর বিষয়বস্তু অনেক বিস্তৃত, তাই স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে শুধু সীরাত শিরোনামে রচিত গ্রন্থ অধ্যয়ন যথেষ্ট নয়। কারণ এসব গ্রন্থে মৌলিকভাবে নবীজির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ইতিহাস স্থান পেয়েছে। সীরাতের অন্যান্য প্রসঙ্গ হয়তো সম্পূর্ণ অনুপস্থিত কিংবা প্রাসঙ্গিকভাবে অন্য আলোচনার ভেতরে স্থান পেয়েছে।

এজন্য পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়নের জন্য সীরাতের চারটি উৎস ও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাদি সঠিকভাবে বারবার পাঠ করা জরুরি। আর এ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হবে আদর্শ গ্রহণ।

প্রসঙ্গত এখান থেকে এবিষয়টিও উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, সীরাতের আলোচনা কেবল রবিউল আউয়াল মাসের বিষয় নয়। নয় কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালনের মধ্য দিয়ে দায়মুক্ত হওয়ার মত বিষয়। বরং সীরাত হচ্ছে মুমিনের জীবনব্যাপী মগ্নতার বিষয়, যা খুব যত্নের সাথে অর্জন করতে হয় আর নিষ্ঠার সাথে পালন করে যেতে হয়। সীরাতের চারটি উৎস হচ্ছে;

১. আলকুরআনুল কারীম
২. হাদীস শরীফ
৩. সীরাতগ্রন্থ
৪. ইতিহাসগ্রন্থ

সামনে এ চারটি উৎস নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

১. আলকুরআনুল কারীম

কুরআন মাজীদ হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত জানার প্রথম ও প্রধান সূত্র। কুরআন থেকে জানা যাবে, তাঁর আখলাক কেমন ছিল, তাঁর জীবনের মিশন কী ছিল? তাঁর পবিত্র জীবনের শিক্ষা কী ছিল, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে তাঁর উপর কী কী দায়িত্ব অর্পিত ছিল ইত্যাদি।

নবীজীবন সংক্রান্ত এসকল মৌলিক প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর পাওয়া যাবে কুরআন মাজীদ থেকে। তাই সীরাতুন্নবীর পাঠককে মনোযোগের সাথে কুরআন কারীম তিলাওয়াত ও নির্ভরযোগ্য তাফসীরগ্রন্থ সঠিকভাবে অধ্যয়ন করতে হবে।

২. হাদীস শরীফ

সহীহ হাদীসের গোটা ভাণ্ডারই প্রকৃতপক্ষে সীরাতুন্নবীর বিবরণ। কারণ হাদীস তো বলাই হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ও নির্দেশনা, কাজ-কর্ম, চরিত্র-সুষমা, আচার-ব্যবহার ও জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনাবলিকে।

৩. সীরাতগ্রন্থ

এ বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে। নবীজীবনীর উপর কত ভাষায় কত ধরনের কত হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে তার সঠিক হিসেব কেবল আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে। শুধু আরবী ভাষায় সীরাতুন্নবীর ওপর রচিত বিভিন্ন ধরনের নতুন-পুরাতন, মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন শায়খ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ। 'মুজামু মা উল্লিফা আন রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' নামক এ গ্রন্থে লেখক প্রায় চার হাজার গ্রন্থের পরিচিতি তুলে ধরে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। বলাবাহুল্য, তার তালিকায় কেবল প্রসিদ্ধ ও পরিচিত গ্রন্থসমূহই স্থান পেয়েছে।

এছাড়া আরও বহু গ্রন্থ রয়েছে, যা তার অজানা কিংবা তার এ তালিকায় স্থান পায়নি। আর এ হিসাব শুধু আরবী ভাষায় রচিত সীরাত গ্রন্থের। অন্যান্য ভাষায় রচিত গ্রন্থ এ তালিকায় আসে নি।

বাংলাভাষী মুসলিমগণ এ বিষয়ে কী কী কিতাব অধ্যয়ন করবেন, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা সামনে উপস্থাপন করা হবে।

৪. ইতিহাসগ্রন্থ

সাধারণভাবে ইসলামী ইতিহাসের যেকোনো বৃহৎ গ্রন্থের একটি মৌলিক অংশ হয় সীরাতুন্নবী। তবে যেহেতু ইতিহাস সংকলকদের উদ্দেশ্য হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সহীহ-যয়ীফ সব ধরনের বর্ণনা সংকলন করা এবং সাধারণত তারা বর্ণনার যাচাই-বাছাইয়ের প্রতি লক্ষ্য করেন না, তাই ইতিহাসগ্রন্থ থেকে সীরাত অধ্যয়ন সর্ব-সাধারণের পক্ষে উপযোগী নয়। হাফেয ইবনে কাসীর রহ এর আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ গ্রন্থের সীরাত অংশটি যদিও অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য, কিন্তু এর উপস্থাপনা সাধারণের উপযোগী নয়।

সীরাত অধ্যয়নের সঠিক পদ্ধতি

বাংলাভাষী মুসলিমদের জন্য সীরাত সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের তালিকা উপস্থাপনের আগে অধ্যয়নের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে মৌলিক আলোচনা অতিব জরুরি। কারণ গ্রন্থ-তালিকা যত নির্ভুলই হোক না কেন, অধ্যয়ন সঠিকভাবে না হলে যথাযথভাবে উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হবারও আশংকা থাকে।

১. সীরাত অধ্যয়ন যে কোনো উৎস ও সূত্র থেকেই হোক না কেন, উদ্দেশ্য হতে হবে আদর্শ গ্রহণ। শুধু জ্ঞানার্জন উদ্দেশ্য না হওয়া উচিত। আর গবেষণার উদ্দেশ্যে সীরাত পাঠ, এটি সাধারণের কাজ নয়। কারণ, যে কোনো বিষয়ের গবেষণার জন্য রয়েছে অনেক শর্ত ও নিয়মাবলি, যা পূরণ করা ছাড়া গবেষণার চেষ্টা করা চরম ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, তাছাড়া এটি যুক্তি ও ইনসাফেরও বিরোধী।

২. সীরাত অধ্যয়ন করতে হবে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে। এজন্য কোনো বিজ্ঞ আলিমের পরামর্শে গ্রন্থ নির্বাচন করুন। কিছুতেই অনির্ভরযোগ্য উৎস বা গ্রন্থ থেকে সীরাত অধ্যয়ন করা যাবে না। মনে রাখতে হবে, ইসলাম বিদ্বেষী অমুসলিম প্রাচ্যবিদ থেকে নিয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদায় বিশ্বাসী নয় এমন বিভিন্ন দল-উপদলের লোকেরা প্রায় সবাই সীরাত শিরোনামে লিখেছে। আবার হাদীস-তাফসীরের নামেও তাদের গ্রন্থাদি বিদ্যমান। তাদের এসব লেখাজোখা একজন মুসলিমের জন্য ঈমান হন্তারক বিষ সমতুল্য। তাই গ্রন্থ নির্বাচনের বিষয়ে সাবধানতা খুবই জরুরি।

৩. সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অধ্যয়ন নিরাপদ নয়। সবচেয়ে ভালো হয়, অল্প অল্প করে কোনো বিজ্ঞ আলিমের কাছে পাঠ করা। এটা সম্ভব না হলে কমপক্ষে এমন কারো সাথে

যোগাযোগ রাখতে হবে, কোথাও কোনো প্রশ্ন আসলে যার কাছ থেকে সমাধান নেয়া যায়।
৪. সামষ্টিক বিচারে নির্ভরযোগ্য এমন বইপত্রের সকল বর্ণনা নির্ভরযোগ্য হবে এমনটি জরুরি নয়। তাই যে কোনো বর্ণনা পাওয়া-মাত্রই তা গ্রহণ করে ফেলার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে তা বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত কি না। বিশেষত যে সকল বর্ণনায় কুরআন-সুন্নাহর পারদর্শী সালাফে সালেহীনের যুগযুগ ধরে চলে আসা নীতি ও কর্মের বিপরীত কিছু প্রতীয়মান হয়। সেক্ষেত্রে বর্ণনার বিচার-বিশ্লেষণ অতি জরুরি। অতএব, সাধারণ পাঠকের জন্য জরুরি যে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বিদ্যমান বর্ণনার ক্ষেত্রেও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ করা।

৫. বর্ণনার যাচাই-বাছাইয়ের পর দ্বিতীয় যে বিষয়টি জরুরি, তা হলো নির্ভরযোগ্য বর্ণনার অর্থ-মর্ম, প্রয়োগক্ষেত্র ও প্রয়োগ পদ্ধতি সঠিকভাবে বোঝা। কারণ বিষয়টি সঠিকভাবে বোঝার পর যে অনুসরণ হবে, সেটিই হবে প্রকৃত অনুসরণ। অন্যথায় তা প্রকৃত অনুসরণ হবে না। সীরাত সংশ্লিষ্ট কোনো বর্ণনার ভুল অর্থ বুঝে কেউ যদি তা পালন করে তাহলে সেটিকে ঐ ব্যক্তির বুঝের অনুসরণ বলা যেতে পারে, সীরাতের অনুসরণ কিছুতেই বলা যাবে না।

অতএব, নিজের বুঝ-বুদ্ধি সম্পর্কে অতি আত্মবিশ্বাসী হওয়া যাবে না। অন্যথায় ভুল অর্থ বুঝে বিভ্রান্ত হবার সমূহ আশংকা রয়েছে।

৬. সীরাতের মগ্নতা নিংসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটি বড় নিয়ামত। বিশেষত দ্বীনী ইলম চর্চার এ দৈন্যের কালে। এর ওপর যত শুকরিয়া আদায় করা হোক তা কমই হবে। এরকম নেককাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে শয়তান বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করে। শয়তান তার মধ্যে অহংকার প্রবেশ করায়। তিনি মনে করতে থাকেন যে, তিনি একজন প্রাজ্ঞ মানুষ, তিনি সমাজের আলেমদের চেয়েও ইসলামকে ভালো জানেন।

সকল প্রকার অহংকারই কঠিন পাপ ও ধ্বংসের কারণ। সবচেয়ে খারাপ অহংকার হচ্ছে জ্ঞান বা ধার্মিকতার অহংকার।

অতএব যখনই এ ধরনের চিন্তা মনে আসবে, তখনই বুঝতে হবে শয়তান মুমিনের শত কষ্টের উপার্জিত নেকি ধ্বংসের চেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। তাই বাঁচতে হলে সতর্ক হতে হবে। অন্য মানুষের ভুল-ভ্রান্তি চিন্তা করা, অন্যের সাথে নিজেকে তুলনা করা সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। সর্বদা আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে, যেন আল্লাহ তায়ালা সকল আমল কবুল করে নেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই নিয়ামত বহাল রাখেন।

উপরে কয়েকটি জরুরি মূলনীতি উল্লেখ করা হল, যা মূলত আকাবির আলিমদের বিষয় সংশ্লিষ্ট আলোচনার সারসংক্ষেপ। এ বিষয়ে আরো পড়তে পারেন, কুরআন বোঝার চেষ্টা : কিছু নিয়মকানুন, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন ১/২৬।

সারকথা

একজন সাধারণ পাঠকের সীরাত অধ্যয়নের নিরাপদ পদ্ধতি হলো, কিছু নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ নির্বাচন করে পড়তে থাকা। তবে সতর্ক থাকতে হবে, পাঠ করতে গিয়ে যদি উম্মাহর সর্বজনস্বীকৃত আকীদা-বিশ্বাস, রুচি-প্রকৃতি, আমল ও কর্মের বিষয়ে অস্পষ্টতা বা সংশয় সৃষ্টি হয়, তাহলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ আলিমের সহায়তা গ্রহণ করে সকল সংশয় নিরসন করে নেয়া জরুরি। এক্ষেত্রে নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে নতুন চিন্তা ধারণ করা অনেক ক্ষেত্রেই অস্থিরতা ও পেরেশানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সীরাতুন্নবী ও প্রাচ্যবিদ গোষ্ঠী

পূর্বের আলোচনায় উঠে এসেছে যে, অনির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে কিছুতেই সীরাত চর্চা করা যাবে না। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একটি শ্রেণি সীরাত অধ্যয়ন করেন প্রাচ্যবিদদের রচনা থেকে; বরং তারা মনে করেন, প্রাচ্যবিদদের রচনাবলিই সীরাতের মৌলিক ও নির্ভরযোগ্য সূত্র। অথচ বাস্তবতা হল, অনেক প্রাচ্যবিদ আরবী ভাষা সম্পর্কেও পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখেন না, আবার যারা রাখেন, তাদের অনেকের রেওয়ায়েতের যাচাই-বাছাইয়ের যোগ্যতা নেই। সর্বোপরি তাদের কেউ যদি উপরিউক্ত দুটি বিষয়ে যোগ্যতার অধিকারী হয়েও থাকেন তাহলেও তাদের বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর ওপর প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ, যাঁর প্রতি তাদের ঈমান ও মহব্বত নেই, বরং কারো কারো মাঝে রয়েছে বিদ্বেষ ও ঘৃণা, তাঁর সীরাতকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে নির্ভুলভাবে উপস্থাপনের কষ্ট কেন সহ্য করবে? যদি বাস্তবেই তারা ইসলাম ও ইসলামের নবীর প্রসঙ্গে বিশ্বস্ত হত, তাহলে তাদের ইসলাম-শত্রুতার বিষয়টি একটি অর্থহীন বিষয়ই হতো!!

বাস্তবতা হল, প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদদের রচনাবলির মাঝে নিম্নোক্ত সকল সমস্যা কিংবা তন্মধ্যে এক বা একাধিক বিষয় অবশ্যই রয়েছে।

১. তথ্য নির্বাচনে ন্যায়-নিষ্ঠার অভাব।

২. নির্বাচিত তথ্যের অর্থ-মর্ম নির্ধারণে অসাধুতা। মনগড়া অর্থ-মর্ম বক্তব্যের ওপর চাপিয়ে দেয়া।

৩. ঘটনাবলির কার্যকারণ, প্রেক্ষাপট ও ফলাফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে বর্ণনাসমূহের স্পষ্ট বক্তব্য পরিত্যাগ করে অনুমানের ওপর নির্ভর করা।

৪. যেসব বিষয়ে ইতিহাস নিশ্চুপ, তা নিছক ধারণা ও অনুমান দ্বারা পূরণ করে এমন দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপন করা, যেন তা ইতিহাসের প্রমাণিত সত্য।

৫. উদ্ধৃতির অঙ্গহানি। অর্থাৎ আলোচ্য তথ্যে ইচ্ছেমত সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে দাবির উপযোগী করে তৈরি করে নেওয়া।

তাদের রচনাবলি থেকে হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ এর কথার সত্যতাই প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন, 'মুসতাশরিকদের (প্রাচ্যবিদদের) মিশনই হল মুসলিম জাতিকে তাদের অতীত সম্পর্কে সন্দিহান, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ এবং

বর্তমান সম্পর্কে নির্লিপ্ত করে দেওয়া।’

একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, প্রাচ্যবিদদের রচনাবলি থেকে জন্ম নেওয়া শ্রেণির মাঝে এই তিনটি মারাত্মক ব্যাধির সকল উপসর্গ সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।

সীরাতুন্নবী ও বিদ্বেষী সম্প্রদায়

উপরে আলোচিত প্রাচ্যবিদদের অশুভ উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত তত্ত্ব-উপাত্তকে পুঁজি করেই ইদানীং কিছু অবিশ্বাসী ও নাস্তিক শ্রেণির লোক নবীজির সীরাত সম্পর্কে মিথ্যাচার ও অন্যায় অপপ্রচার করে থাকে এবং অনলাইনের সুবাদে তা প্রচারও করে থাকে। এক্ষেত্রে-

১. প্রথমেই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, নাস্তিকদের এধরনের কটূক্তি, অপব্যাখ্যা ও মিথ্যাচারগুলো অধিকাংশই প্রাচ্যবিদদের থেকে নেয়া। নবী প্রেরণের মৌলিক উদ্দেশ্য ও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রধানতম দায়িত্ব থেকে মানুষের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া এবং মুমিন-মুসলমানদের অন্তরে সন্দেহের বীজ বপন করার উদ্দেশ্যে তারা এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

২. আমরা যারা সাধারণ পাঠক, এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম দায়িত্ব হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করা। জানা কথা যে, সীরাত সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জনের জন্য প্রথমে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সূত্র থেকেই পড়াশুনা করতে হবে। তা না করলে নানা ধরনের ভিত্তিহীন সন্দেহ-সংশয় তৈরি হবে। একারণে আমাদের জন্য নাস্তিকদের বিভ্রান্তিকর লেখাজোখা পাঠ করার অবকাশ নেই। এছাড়াও অনলাইনে তাদের পোষ্ট পড়ে মন্তব্য করে নিজের অজান্তে তাদের প্রচারে সহযোগিতা করা কিছুতেই সমীচীন হবে না।

৩. প্রাচীন ও আধুনিককালের সীরাত লেখকদের অনেকের রচনায় নাস্তিকদের এহেন অমূলক আপত্তির বস্তুনিষ্ঠ জবাব রয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় এধরনের রচনাও কম নয়।

৪. সর্বোপরি তাদের উত্থাপিত আপত্তির অধিকাংশই এমন, যেগুলো নবীজির জীবদ্দশায় তাঁর জানের দুশমনরাও আরোপ করেনি। এছাড়াও দেড় হাজার বছর পর্যন্ত সীরাত রচয়িতাদের আলোচনার মাধ্যমে নবীজির বিশ্বস্ততা, চারিত্রিক পবিত্রতা এমনভাবে সুপ্রমাণিত হয়ে আছে যে, এগুলোর পর গবেষণার নামে নতুন কোনো আপত্তি-সংশয়ের অবকাশ নেই।

সর্বসাধারণের উপযোগী নির্ভরযোগ্য কিছু সীরাত গ্রন্থ

সহজতার কথা বিবেচনা করে নিচে পাঠযোগ্য গ্রন্থের একটি প্রাথমিক ও সংক্ষিপ্ত তালিকা দেয়া হল। তবে মনে রাখতে হবে, পূর্বোক্ত শিরোনামে বর্ণিত নিয়মকানুনের যথাযথ অনুসরণ করলে এসবের অধ্যয়ন উপকারী হবে।

• সীরাতের প্রথম উৎস কুরআন মাজীদের তরজমা-তাফসীর সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ

১. তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মাদ শফী (মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত)
২. তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম অনূদিত)
৩. তাফসীরে উছমানী, মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী। (৪ খণ্ডে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত)
৪. তাফসীরে আশরাফী, হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ (এমদাদিয়া লাইব্রেরি)
৫. মাআরেফুল কুরআন, মাওলানা ইদরীস কান্ধলবী (মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম কর্তৃক সম্পাদিত, মাকতাবাতুল আযহার)
৬. এমদাদিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ কুরআন শরীফ, যা মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ সাহেব,মাওলানা আব্দুল মজীদ প্রমূখ কর্তৃক সম্পাদিত।

• হাদীস শরীফ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ

১.আল আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারী রহ (মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী অনূদিত, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন)
২. রিয়াযুস সালেহীন, ইমাম নববী রহ (মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম অনূদিত, মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে প্রকাশিত)
৩. মাআরিফুল হাদীস, মাওলানা মুহাম্মাদ মানযুর নোমানী রহ (অনুবাদ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন অথবা এমদাদিয়া লাইব্রেরী)
৪. আলফিয়্যাতুল হাদীস, মাওলানা মুহাম্মাদ মানযুর নোমানী (মুফতী মোবারাক উল্লাহ অনূদিত, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত)
এছাড়াও প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থাবলির আদব, রিকাক, যুহদ ও ফাযায়েল অধ্যায়ের হাদীস পাঠ এক্ষেত্রে উপকারী হবে।

• সীরাত সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ

১.শামায়েলে তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী রহ (ব্যাখ্যা: মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ, মাকতাবাতুল আযহার)

২. নবীয়ে রহমত, সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (মাওলানা আবু সাঈদ ওমর আলী অনূদিত, মাকতাবাতুল হেরা)
৩. রাহমাতুল্লিল আলামীন, কাযী সুলাইমান মানসুরপুরী (মদীনা পাবলিকেশন্স)
৪. সীরাতে মুস্তফা, মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী (ইসলামিয়া কুতুবখানা)
৫. সীরাতুন্নবী, মাওলানা শিবলী নুমানী ও সায়্যিদ সুলাইমান নদভী (মদিনা পাবলিকেশন্স)
৬. আসাহহুসসিয়ার (মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম অনূদিত)
৭. উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম, ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. (মদীনা পাবলিকেশন্স)
৮. হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম : সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, মাওলানা মুহাম্মাদ তাফাজ্জল হুসাইন
৯. মিন মায়ীনিশ শামায়িল, সালেহ আহমদ শামী

- **শিশু-কিশোরদের পাঠোপযোগী কিছু সীরাত গ্রন্থ**

১. সীরাত সিরিজ ১-১০, মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ (দারুল কলম)
২. গল্পে আঁকা সীরাত, ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী (মাকতাবাতুল হাসান)
৩. ছোটদের সীরাতুন্নবী, মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (মাকতাবাতুল ইসলাম)
৪. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী, (মাকতাবাতুল আশরাফ)
৫. কিশোরদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মুহাম্মাদ আসাদুজ্জামান, (রাহনুমা প্রকাশনী)
৬. শিশু-কিশোর সীরাতুন্নবী সিরিজ, ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী (মাকতাবাতুল আশরাফ)

এ তালিকার বাইরেও আরো অনেক সীরাতগ্রন্থ রয়েছে। যেহেতু এটি একটি প্রাথমিক তালিকা, আবার কোনো গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিতে হলে তা পর্যবেক্ষণের দাবি রাখে, তাই এখানে কেবল কয়েকটি গ্রন্থের নামই দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে এ তালিকা দীর্ঘ করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

শেষকথা

যেহেতু সীরাতুন্নবী একটি বিস্তৃত বিষয়, তাই তার অধ্যয়ন সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা প্রদানের বিষয়টি আরো বিস্তৃত ও গভীর আলোচনার দাবি রাখে। মুআসসাসা ইলমিয়্যাহর পক্ষ হতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা প্রদানের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। এলক্ষ্যে সকলের আন্তরিক দুআ ও সহযোগিতা কাম্য।